রক্তসাগর
শাহনূরুমা শান্তনা
শাহরিনা শান্তমা

ঈশ্বর! আমার জ্ঞানত আমি সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেছি। কারো ক্ষতি আমি করিনি, প্রজারা আমার দ্বারা কভু আহত হয়নি। তাই আজ আমার কর্মের প্রণামী স্বরূপ আমি তোমার নিকট মিনতি করছি। আমার কূল রক্ষা করো প্রভু! এত বছর আমি নিঃসন্তান ছিলাম। আমায় একটি সন্তান দাও প্রভু! আমার এই রাজত্ব যেন ধরে রাখতে পারে সে। আমায় কৃপা করো!

রাজপ্রাসাদ আলো করে মহারাজ রামনাথের পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। এ উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

ঈশ্বর আমাদের সকলের আশা পূর্ণ করেছেন। রাজ্যে অবশেষে রাজপুত্র জন্ম নিল।
ঠিক তাই! মহারাজ প্রজাদরদী মানুষ, তার পুত্রও তেমনি হবে। তার অনুপস্থিতিতে তার উত্তরাধিকারই যেন হয় এই রাজ্যের রাজা।
রাজপুত্র রাম অশ্ব ও অসি চালনায় এই বয়সেই বেশ পটু!
শুধু তাই না, রাজপুত্র ভারী শান্ত স্বভাবের। গুণে আচরণে এমন পুত্র মেলা ভার !

মহারাজ !
খরায় পুকুর নালা সব শুকিয়ে গেছে , মানুষ পানির অভাবে মারা যাচ্ছে। আমরা যে দীঘি খনন করলাম সে দীঘিতে জলের অস্তিত্বও মিলছে না! এত গভীর , এত বিশাল করে কাটা দীঘিতে এক ঘট জলও মিলছে না। কি করব আমরা?
পিতা,আপনি অধৈর্য হবেন না। ঈশ্বর সব ঠিক করে দিবেন। বিচলিত হবেন না।
আমাকে এবং আমার প্রজাদের এ কেমন পরীক্ষা নিচ্ছো তুমি প্রভু ? জলের অভাবে এত মানুষ মরে যাবে! রক্ষা করো প্রভু ! এর বিনিময়ে যা চাও তুমি নাও !

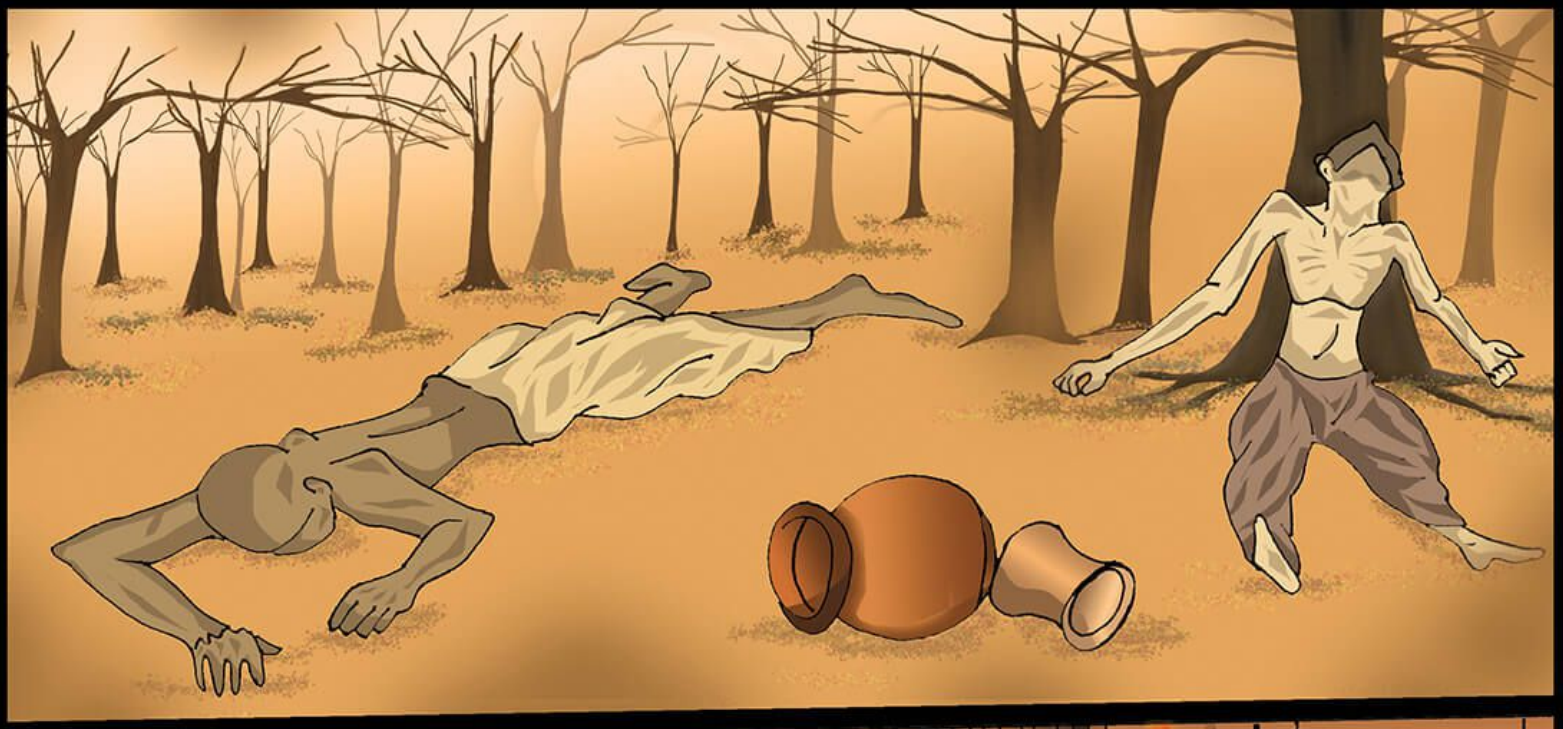

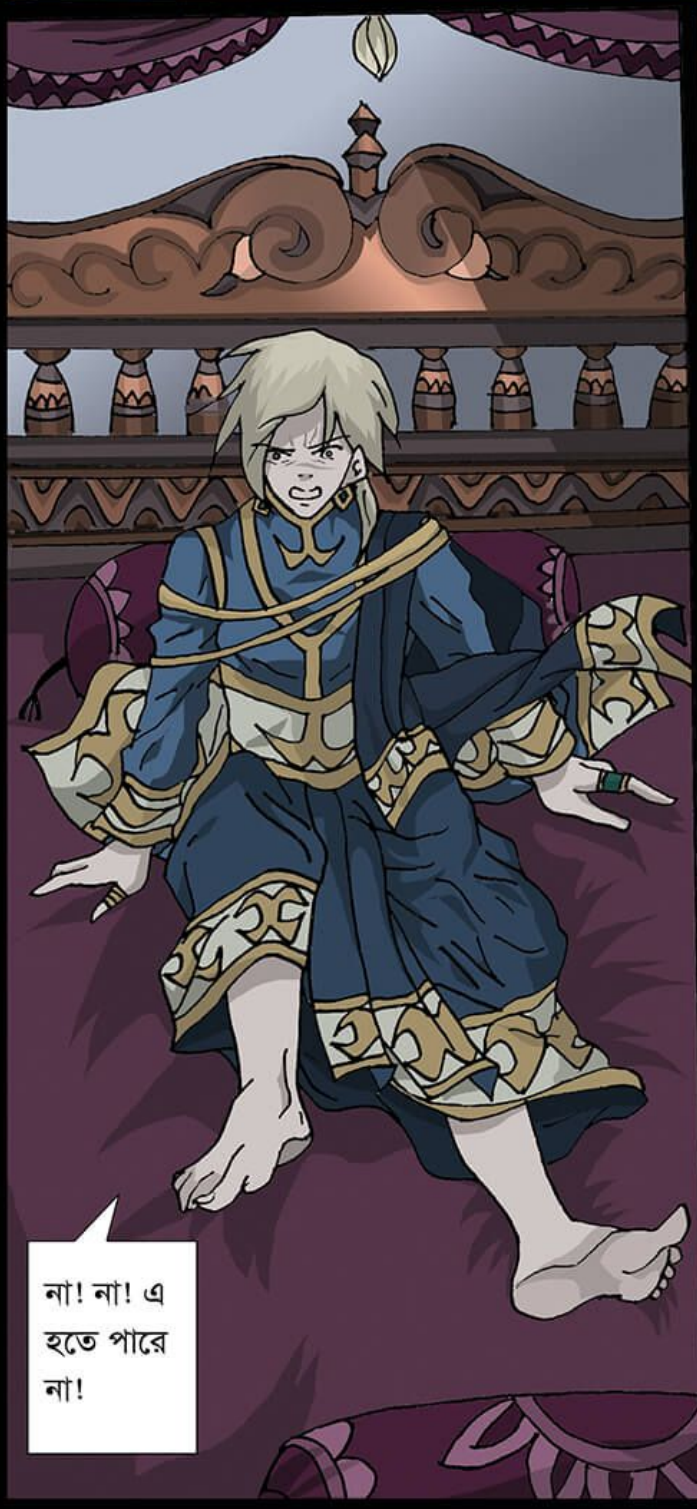
না! না! এ হতে পারে না!

এ কেমন পরীক্ষা! এ কেমন বিনিময়, এ কেমন স্বপ্নাদেশ তুমি দিলে আমায় প্রভু! এত বছর আরাধনা করে রামকে আমি পেয়েছি..

দীঘির জল পেতে রামকে আমি বিসর্জন করতে পারব না!

আমি সব ছাড়তে পারি, পুত্রকে না! প্রয়োজনে আমি রাজ্য ছেড়ে পুত্রকে নিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাবো তবু তাকে বিসর্জন করতে পারব না। ক্ষমা করো প্রভু !

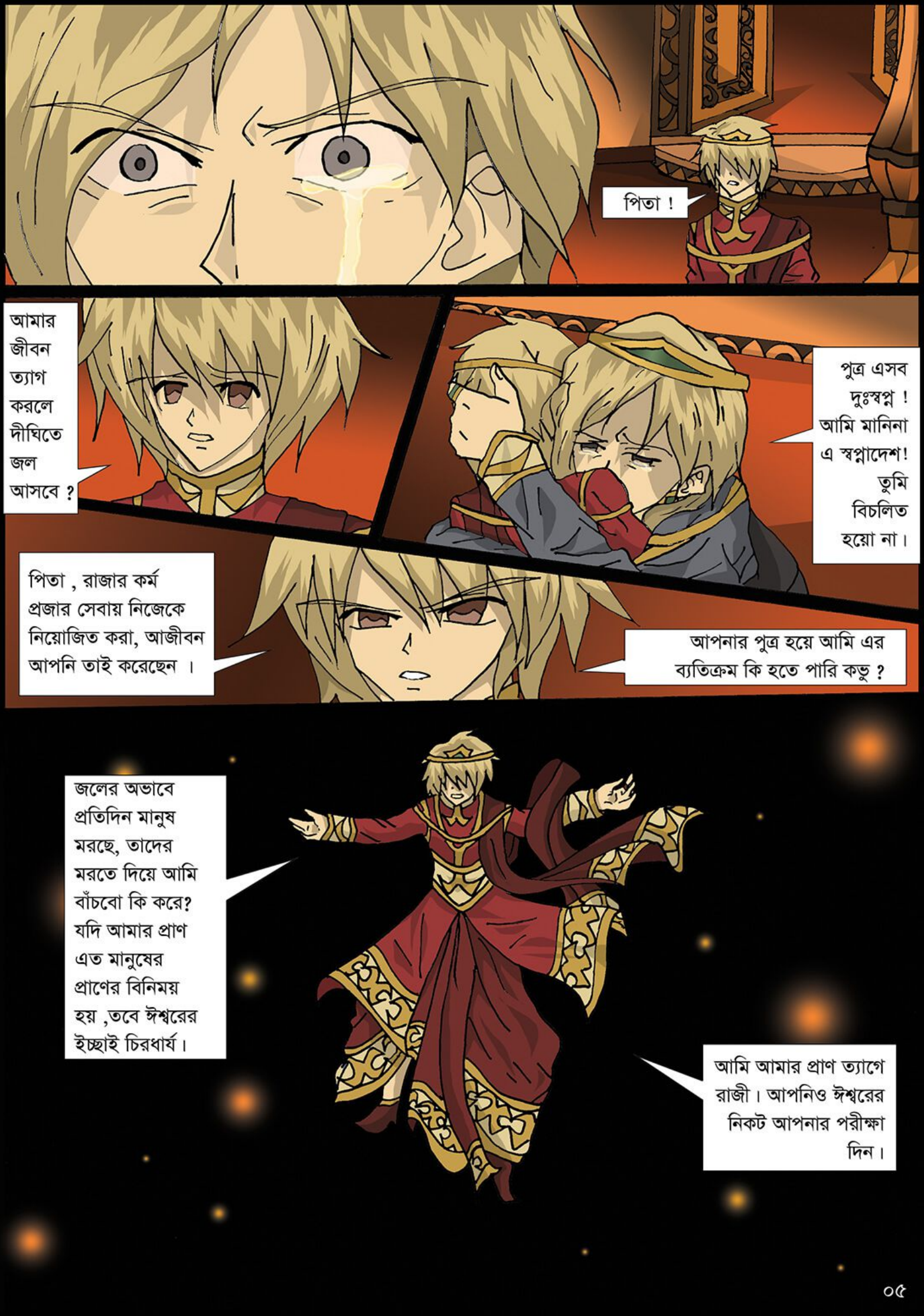
পিতা !
আমার জীবন ত্যাগ করলে দীঘিতে জল আসবে ?
পুত্র এসব দুঃস্বপ্ন ! আমি মানিনা এ স্বপ্নাদেশ! তুমি বিচলিত হয়ো না।
পিতা , রাজার কর্ম প্রজার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা, আজীবন আপনি তাই করেছেন ।
আপনার পুত্র হয়ে আমি এর ব্যতিক্রম কি হতে পারি কভু ?
জলের অভাবে প্রতিদিন মানুষ মরছে, তাদের মরতে দিয়ে আমি বাঁচবো কি করে? যদি আমার প্রাণ এত মানুষের প্রাণের বিনিময় হয় ,তবে ঈশ্বরের ইচ্ছাই চিরধার্য।
আমি আমার প্রাণ ত্যাগে রাজী। আপনিও ঈশ্বরের নিকট আপনার পরীক্ষা দিন।

আমি স্বপ্নে দেখেছি, নতুন কাটা দীঘির ঠিক মাঝখানে যদি তুমি দাঁড়াও তবে ঐ দীঘি জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে কিন্তু ঐ জলে নিমজ্জিত হবে তুমি , হবে তোমার সলিল সমাধি !
আমি তা কি করে হতে দেই পুত্র ? তোমার রক্ষার ভার তো আমারই।
আপনি যেমন পিতা, তেমনি শাসক। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। হয়তবা এটিই আমার জীবনের লক্ষ্য।
সবাইকে ঢেরা পিটিয়ে জানিয়ে দেয়া হোক, কাল সকালে দীঘির সামনে উপস্থিত থাকতে ।

পিতা একটা শেষ অনুরোধ, দীঘির নাম যেন আমার নামে হয়।

সাগরের মত গভীর , বাংলার সর্ববৃহৎ এই দীঘির নাম হবে “ রামসাগর”। দীঘির নামে বেঁচে রব আমি।

লোকে বলবে , রাজা রামনাথের সুযোগ্য সন্তান রাম। প্রজার মঙ্গলের তরে নিজের জীবন বিসর্জনে পিছপা হয়নি সে....